তারিখ 14 JUL 2017
পৃষ্ঠা ২ ... ৩ ... কলাম ... ৫

কালের কণ্ঠ

■ শিক্ষামন্ত্রী

প্রশ্নপত্র ফাঁসে জড়িতদের শাস্তির জন্য আইন হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

শিক্ষক নামধারী যেসব ব্যক্তি শিক্ষকদের মান-মর্যাদা নষ্ট করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে নতুন আইন করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। তিনি বলেন, 'কিছু নামধারী শিক্ষক প্রশ্নপত্র ফাঁস করে দিচ্ছে, অনেকের কাছ থেকে টাকা নিয়ে পরীক্ষার হলে প্রশ্নের উত্তর বলে দিচ্ছে। আমরা কোথায় যাচ্ছি? এরা আসলে শিক্ষক না, শিক্ষক নামধারী। এরা আমাদের সম্মানিত শিক্ষকদের মান-মর্যাদা নষ্ট করছে।'

গতকাল বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদ অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর পর্বে শিক্ষামন্ত্রী এসব কথা বলেন। আওয়ামী লীগের সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য বেগম ফজিলাতুন নেসা বাপ্পির সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, 'শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সামনে এখন

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৩

প্রশ্নপত্র ফাঁসে —

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

এটিই বড় চ্যালেঞ্জ। এসব নামধারী শিক্ষকের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে পারছি না আইন না থাকার কারণে। আশা করি আগামী অধিবেশনেই আইনটি পাস হবে।'

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'শিক্ষকরা আমাদের মাথার মণি। আমাদের নিয়ামক শক্তি। শিক্ষক ছাড়া আমরা কোনো কাজেই সফল হতে পারব না। আমরা হলাম কর্মী। কর্মী হিসেবে তাঁদের কাজ সফল করার জন্য কাজ করে যাচ্ছি। কিন্তু অনেক শিক্ষক এমন সব কাজ করছেন, যা শিক্ষার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। আমাদের সম্মানীয় শিক্ষকদের মান-মর্যাদা নষ্ট হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। যার জন্য কতগুলো কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছি। অনেক শিক্ষক আছেন, ক্লাসে ঠিকমতো পড়ান না। প্রাইভেট পড়লে ঠিকমতো পড়ান। এঁরাই গাইড বই, নোট বইয়ের দিকে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি ঘোরান।'

এমপিওভুক্তি নিয়ে নীতিমালা হচ্ছে : আরেক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'এমপিওভুক্তির ব্যাপারে যুক্তিসংগত একটি ব্যবস্থা বা নীতিমালা প্রণয়নের জন্য একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থ বিভাগ কর্তৃক কমিটি গঠনসংক্রান্ত পরিপত্র জারির অপেক্ষায় রয়েছে। কমিটির পক্ষ থেকে রিপোর্ট পাওয়ার পর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। উপযুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করতে অর্থমন্ত্রী প্রয়োজনীয় অর্থ দেবেন বলে আমরা আশাবাদী।'

জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য পীর ফজলুর রহমানের প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী জানান, বর্তমানে দেশে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩৮ হাজার ১৫৮টি, এর মধ্যে এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৭ হাজার ৭২২টি।

জাতীয় পার্টির নুরুল ইসলাম মিলনের সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, পিইসি ও জেএসসি পরীক্ষা নিয়ে মানুষের মধ্যে কিছুটা ভুল-বোঝাবুঝির সৃষ্টি হচ্ছে। বাস্তবে গ্রামের ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়া রোধে এবং স্কুলে ধরে রাখতেই এ দুটি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আগেও পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। তখন শুধু মেধাবী শিক্ষার্থীদের বাছাই করে বৃত্তি পাওয়ার জন্য শিক্ষা দেওয়া হতো, সেখানে ৯০ ভাগই ঝরে পড়ত। এটির পরিবর্তে সবাই যাতে পরীক্ষায় অংশ নিতে পারে সে জন্যই এ ব্যবস্থা। আর প্রতি ক্লাসেই বার্ষিক পরীক্ষা হয়। এটিও তেমনি একটি, শুধু পরীক্ষার নাম অন্য। আর পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণি পাসের পর সবাই একটি করে সার্টিফিকেট পাবে, এতে শিক্ষার্থীরা উৎসাহিত হবে। এ কারণেই এ দুটি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সরকারদলীয় সংসদ সদস্য নিজাম উদ্দিন হাজারীর প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ জানান, গত অর্থবছরে (২০১৬-১৭) সর্বমোট পাঁচ লাখ ৪৬ হাজার ৫৯০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১৫২ কোটি ১১ লাখ ৭৬ হাজার টাকা উপবৃত্তি হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে।